তারিখ ... ৫.৫.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

072

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

সরকার ১৯৮২ সনের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখায় নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী ও বিজয়িনীদের নাম ঘোষণা করেছেন।

মোট ১৭টি পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং ৫টি স্বল্প দৈর্ঘ্য ছবি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগী কোন ছবিই ১৯৮২ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়নি।

পুরস্কার বিজয়ী ও বিজয়িণীদের নাম নিম্নে দেয়া হলোঃ

শ্রেষ্ঠ পরিচালক—মোঃ মহিউদ্দিন (বড় ভালো লোক ছিল),

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

চলচ্চিত্র পুরস্কার

(১ম পৃঃ পর)

প্রধান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—এ রাজ্জাক (বড় ভালো লোক ছিল) প্রধান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শাবানা (দুই পয়সার আলতা), পার্শ্ব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—প্রবীর মিত্র (বড় ভালো লোক ছিল) পার্শ্ব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—আনোয়ারা আখতার (রজনী গন্ধা), শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক—আলম খান (বড় ভালো লোক ছিল), শ্রেষ্ঠ সম্পাদক—আওকাত হোসেন (দুই পয়সার আলতা) শ্রেষ্ঠ চিত্র গ্রাহক (সাদা-কালো) রফিকুল বারী চৌধুরী (দুই পয়সার আলতা শ্রেষ্ঠ চিত্র গ্রাহক (রঙ্গীন)—শফিকুল ইসলাম স্বপন (নালিশ), শ্রেষ্ঠ চিত্র নাট্যকার—আলমগীর কবীর (মোহনা), শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা—সৈয়দ শামসুল হক (বড় ভালো লোক ছিল) শ্রেষ্ঠ গীতিকার মাসুদ করিম (রজনী গন্ধা আমি রজনী গন্ধা), শ্রেষ্ঠ গায়ক—এন্ড্রু কিশোর (বড় ভালো লোক ছিল—হায়রে মানুষ)। শ্রেষ্ঠ গায়িকা—মিতালী মুখার্জি (দুই পয়সার আলতা—এই দুনিয়া এখন তো আর......) শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী—বেবী বিন্দী (লাল কাজল) এবং শ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্ত ছবি—ল্যাথারিজম (বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক নির্মিত)।

শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক এবং শ্রেষ্ঠ শব্দ গ্রাহক হিসেবে কেউ পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হননি।

উল্লেখ্য ১৯৮৩ সনের জাতীয় পুরস্কারের ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। খবর তথ্য বিবরণীর।